জিলহজ্জের
প্রথম
১০ দিনের ফযীলত
এবং
আইয়্যামুত-তাশরীক
মুফতি আব্দুল ওয়াদুদ উমায়ের হাফিজাহুল্লাহ
প্রকাশনায়ঃ আল-বাইয়্যিনাহ মিডিয়া
AL-BAYYINAH MEDIA

জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের ফজিলত এবং আইয়্যামুত-তাশরীক

মুফতি আব্দুল ওয়াদুদ উমায়ের হাফিজাহুল্লাহ

পরিবেশনায়ঃ আল-বাইয়্যিনাহ মিডিয়া

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد

আল্লাহ তা'আলা কিছু মাস, দিন ও রাতকে ফজিলতপূর্ণ করেছেন। যেমনঃ রামাযান মাসকে অন্য সকল মাসের উপর মহিমান্বিত করেছেন। আরাফাতের দিন ও ঈদের দিনকে অন্য দিনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্বদরের রাতকে অন্যান্য রাতের চেয়ে মর্যাদামন্ডিত করেছেন। আসন্ন জিলহজ্জ মাস অনুরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক মাস। যে মাসে হজ্জ ও কুরবানী করা হয়ে থাকে। চারটি হারাম তথা সম্মানিত মাসের মধ্যে অন্যতম হলো জিলহজ্জ মাস। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

সূরা আত-তাওবাহ্ (التوبة), আয়াতঃ ৯:৩৬

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوۡرِ عِنۡدَ اللّٰهِ اثۡنَا عَشَرَ شَهۡرًا فِیۡ کِتٰبِ اللّٰهِ یَوۡمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ مِنۡهَاۤ اَرۡبَعَۃٌ حُرُمٌ ؕ ذٰلِکَ الدِّیۡنُ الۡقَیِّمُ ۬ۙ فَلَا تَظۡلِمُوۡا فِیۡهِنَّ اَنۡفُسَکُمۡ وَ قَاتِلُوا الۡمُشۡرِکِیۡنَ کَآفَّۃً کَمَا یُقَاتِلُوۡنَکُمۡ کَآفَّۃً ؕ وَ اعۡلَمُوۡۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الۡمُتَّقِیۡنَ

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গননায় মাস বারটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الزَّمَانُ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِيْ بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

আবূ বাকরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ যে দিন আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, সে দিন হতে সময় যেভাবে আবর্তিত হচ্ছিল আজও তা সেভাবে আবর্তিত হচ্ছে। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চারটি মাস সম্মানিত। যুল-কা'দাহ, যূল-হিজ্জাহ ও মুহাররাম। তিনটি মাস পরস্পর রয়েছে। আর একটি মাস হলো রজব-ই-মুযারা যা জুমাদা ও শা'বান মাসের মাঝে অবস্থিত। (সহীহ বুখারী তাওঃ পাবঃ হাঃ নং ৩১৯৭)

এই মাসের প্রথম ১৩ দিনের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বিস্তর আলোচনা এসেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১৩ দিনের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলোঃ-

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফযীলতঃ

জিলহজ্জ মাস পুরোটাই ফযীলতপূর্ণ হলেও প্রথম দশ দিনের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যেমনঃ-

১. এই দিনগুলির আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়ঃ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ قَالُوا وَلاَ الْجِهَادُ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের 'আমালের চেয়ে অন্য কোন দিনের 'আমালই উত্তম নয়। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, জিহাদও কি (উত্তম) নয়? নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ জিহাদও নয়। তবে সে ব্যক্তির কথা ছাড়া যে নিজের জান ও

মালের ঝুঁকি নিয়েও জিহাদে যায় এবং কিছুই নিয়ে ফিরে আসে না। (সহীহ বুখারী তাওঃ পাবঃ হাঃ নং ৯৬৯)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

مَا مِنْ عَمَلٍ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْ خَيْرٍ يَّعْمَلُهُ فِى عَشْرِ الأَضْحَى-

“যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সর্বোত্তম মর্যাদা লাভ করা যায় জিলহজ্জ মাসের দশদিনের আমল তার অনুরূপ” (ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১১৪৮; ইরওয়া ৩/৩৯৮)

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিকট কোনো দিন অধিক প্রিয় নয়, আর না তাতে আমল করা, এ দিনের তুলনায়। সুতরাং, তাতে তোমরা বেশি করে তাহলীল, তাকবীর ও তাহমীদ পাঠ কর। (তাবরানী ফীল মুজামিল কাবীর)

সাঈদ ইবনে জুবায়ের রাহিমাহুল্লাহর অভ্যাস ছিল, যখন যিলহজ মাসের ১ম দশ দিন প্রবেশ করত, তখন তিনি খুব মুজাহাদা করতেন, যেন তার উপর তিনি শক্তি হারিয়ে ফেলবেন। (দারেমী: ২৫৬৪ হাসান সনদে)

২. এই দশ দিনে সকল মৌলিক ইবাদত একত্রিত হয়ঃ

এই দশদিন আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত প্রায় সকল ইবাদত একত্রিত হয়, যা অন্য কোন সময়ে একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়। যেমন হজ্জ, কুরবানী, ছালাত, ছিয়াম, দান-ছাদাক্বাসহ সকল ইবাদত এই দশ দিনে একত্রিত করা যায়।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন,

وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ السَّبَبَ فِي امْتِيَازِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ لِمَكَانِ اجْتِمَاعِ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهِ وَهِيَ الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ

এ কথা স্পষ্ট হয় যে, জিলহজ্জের প্রথম দশ দিনের বিশেষ গুরুত্বের কারণ; যেহেতু ঐ দিনগুলিতে মৌলিক ইবাদতসমূহ একত্রিত হয়েছে। যেমন ছালাত, ছিয়াম, ছাদাক্বাহ এবং হজ্জ, যা অন্যান্য দিনগুলিতে এভাবে একত্রিত হয় না। (ফাতহুল বারী ২/৪৬০।)

৩. নিদর্শনসমূহের সম্মানের সময়ঃ

এই দশ দিনে যেহেতু ইসলামের মৌলিক ইবাদত একত্রিত হয়,সেহেতু আল্লাহর দ্বীনের নিদর্শন সমূহও সম্মান করা সহজ হয়।

মহান আল্লাহ বলেন,

সূরা আল হাজ্ব (الحجّ), আয়াতঃ ২২:৩২

ذٰلِکَ وَمَنۡ یُّعَظِّمۡ شَعَآئِرَ اللّٰہِ فَاِنَّہَا مِنۡ تَقۡوَی الۡقُلُوۡبِ

অর্থঃ এটাই হল আল্লাহর বিধান; যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করে, নিঃসন্দেহে তা অন্তরের তাকওয়া থেকেই।

আল্লাহর শি‘আর বা নিদর্শন বলতে বুঝায় এমন প্রতিটি বিষয় যাতে আল্লাহর কোন নির্দেশের চিহ্ন দেয়া আছে (কুরতুবী)। এগুলি আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন। বিশেষ করে হজ্জের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি, যেমন হজ্জের যাবতীয় কর্মকান্ড (কুরতুবী; সা‘দী)। হাদীর জন্য হাজীদের সঙ্গে নেয়া উট ইত্যাদি (ইবনে কাছীর)। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, এখানে আল্লাহর নিদর্শন সম্মান করার দ্বারা হাদীর জন্তুটি মোটা তাজা ও সুন্দর হওয়া বোঝানো হয়েছে (ইবনে কাছীর)।

৪. আল্লাহ এ দিনগুলোর শপথ করেছেন:

আল্লাহ তাআলা এই দিনগুলির শপথ করেছেন। আর কোন জিনিসের নামে শপথ তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যেরই প্রমাণ। কারণ আল্লাহ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসেরই শপথ করে থাকেন।

আল্লাহ পাক বলেন,

সূরা আল ফাজ্‌র (الفجر), আয়াতঃ ৮৯:১

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

অর্থঃ শপথ ফজরের, শপথ দশ রাত্রির।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইবনে যুবাইর (রাঃ) ও প্রভৃতি সালাফগণ বলেন,

“নিশ্চয় ঐ দশ রাত্রি বলতে যুলহাজ্জের দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে। ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, এটাই সঠিক। শাওকানী (রহঃ) বলেন, এই অভিমত অধিকাংশ ব্যাখ্যাদাতাগণের।” (তাফসীর ইবনে কাসীর, ফাতহুল কাদীর ৫/৪৩২)

৫. বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনঃ

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ

“দুনিয়ার দিন সমূহের মধ্যে জিলহজ্জের প্রথম দশদিন সর্বোত্তম দিন।” (ছহীহুল জামে‘ হা/১১৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/১১৫০।)

উলামায়ে কেরাম বলেছেনঃ যিলহজ মাসরে ১ম দশদিন সর্বোত্তম দিন, আর রমযান মাসের শেষ দশ রাত, সব চেয়ে উত্তম রাত। (তাফসীর ইবনে কাসীর ৫/৪১২)

আরাফার দিনের ফযীলতঃ

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো আরাফার দিন। এ দিনেরও বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যথাক্রমেঃ-

১. আল্লাহর দ্বীন ও নেয়ামত পরিপূর্ণ হওয়ার দিন।

মহানবী (সাঃ) এর নবুঅতের শেষদিকে বিদায় হজ্জের সময় আরাফার দিন শুক্রবার আল্লাহ ইসলামকে পরিপূর্ণ দ্বীন হিসাবে ঘোষণা করেন।

আল্লাহ বলেন,

সূরা আল মায়িদাহ (المآئدة), আয়াতঃ ৫:৩

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

অর্থঃ আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীনকে পূর্নাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অবদান সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لاَتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ أَىُّ آيَةٍ قَالَ (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا). قَالَ عُمَرُ قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ

উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত। জনৈক ইয়াহূদী তাঁকে বললঃ হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনাদের কিতাবে একটি আয়াত আছে, যা আপনারা পাঠ করে থাকেন, তা যদি আমাদের ইয়াহুদী জাতির উপর অবতীর্ণ হত, তবে অবশ্যই আমরা সে

দিনকে খুশীর দিন হিসেবে পালন করতাম। তিনি বললেন, কোন্ আয়াত? সে বললঃ “আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম”- (সূরাহ্ মায়িদাহ্ ৫/৩)। ‘উমার (রাঃ) বললেন, এটি যে দিনে এবং যে স্থানে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা আমরা জানি; তিনি সেদিন ‘আরাফায় দাঁড়িয়েছিলেন আর সেটা ছিল জুমু‘আহর দিন। (সহীহ বুখারী তাওঃ পাবঃ হাঃ নং ৪৫)

২. আল্লাহ এই দিনের কসম করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ

“আল ইয়াউমুল মাওউদ”— (সূরা বুরুজ ২) অর্থ- কিয়ামতের দিন; “আল-ইয়াউমুল মাশহুদ”— (সূরা হুদ ১০৩) অর্থঃ আরাফাতে (উপস্থিতির) দিন এবং “আশ-শাহিদ” (সূরা বুরুজ ৩) অর্থঃ জুমুআর দিন।
(সুনান আত-তিরমিযী তাহাঃ আলঃ হাঃ নং ৩৩৩৯)

আল্লাহ বলেন,

সূরা আল ফাজ্‌র (الفجر), আয়াতঃ ৮৯:৩

وَّالشَّفۡعِ وَالۡوَتۡرِ

অর্থঃ যা জোড় ও যা বিজোড়

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, “বেজোড়-এর অর্থ আরাফা দিবস এবং জোড়-এর অর্থ ইয়াওমুন্নাহর (কুরবানী দিন)।” (মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ১৪৫৫১; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা ফজর আয়াত নং ০৩)

৩. এই দিন সবচেয়ে বেশী মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরাফাতের দিন জাহান্নাম থেকে যতো অধিক সংখ্যক বান্দাকে নাজাত দেন, অন্য কোন দিন এতো অধিক বান্দাকে নাজাত দেন না। মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ এ দিন (বান্দার) নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করে বলেনঃ তারা কী চায়? (ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৩০১৪)

সুতরাং আমাদেরকে আরাফার দিনে বেশি বেশি জাহান্নাম থেকে পানাহ চাইতে হবে এবং দুয়া করতে হবে।

৪. এই দিন আল্লাহ ফেরেশতাদের কাছে তাঁর বান্দাদের নিয়ে গর্ব করেন।

নবী করীম (সাঃ) বলেন,

,إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِى مَلاَئِكَتَهُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ فَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى عِبَادِى أَتَوْنِى شُعْثاً غُبْراً .

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা আরাফার দিন বিকেলে আরাফায় অবস্থানকারী ব্যক্তিদের নিয়ে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব করেন। অতঃপর বলেন, তোমরা আমার বান্দাদের দিকে লক্ষ্য কর, তারা আমার কাছে এসেছে মাথায় এলোমেলো চুল নিয়ে ধুলি মলিন

অবস্থায়।” (মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ৮০৩৩; ছহীহুত তারগীব হা/১১৫৩; ছহীহুল জামে হা/১৮৬৮।)

৫. এই দিন মুসলমান (হাজী)দের ঈদ।

এই মর্যাদাপূর্ণ দিন প্রত্যেক বছর মুসলমানদের মাঝে ফিরে আসে। এই দিন হাজীগণ আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

উকবা ইবনু আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমাদের মুসলিম জনগণের ঈদের দিন হচ্ছে আরাফার দিন, কুরবানীর দিন ও তাশরীকের দিন। এ দিনগুলো হচ্ছে পানাহারের দিন। (সুনান আত-তিরমিযী তাহাঃ আলঃ হাঃ নং ৭৭৩)

৬. আরাফার দো'আ সবচেয়ে উত্তম দো'আ।

নবী করীম (সাঃ) বলেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) কর্তৃক পর্যায়ক্রমে তার বাবা ও তার দাদার সনদে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আরাফাতের দিনের দু'আই উত্তম দুআ। আমি ও আমার আগের নবীগণ যা বলেছিলেন তার মধ্যে সর্বোত্তম কথাঃ

“আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই। তিনি এক, তার কোন অংশীদার নেই, সার্বভৌমত্ব তারই এবং সমস্ত কিছুর উপর তিনি সর্বশক্তিমান”। (সুনান আত-তিরমিযী তাহাঃ আলঃ হাঃ নং ৩৫৮৫)

৭. এই দিনের ছিয়াম দুই বছরের গুনাহের কাফফারা।

কাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আরাফা দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ

আরাফা দিবসের ছিয়াম সম্পর্কে আল্লাহর কাছে আমি আশা করি যে, তা বিগত এক বছর ও আগত এক বছরের গোনাহের কাফফারা হবে। (সুনানে আবু দাঊদ হাঃ নং ২৪২৫)

সাহল বিন সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَامَ عَرَفَةَ غُفِرَ لَهُ سَنَتَيْنِ مُتَتَابِعَتَيْنِ

যে ব্যক্তি আরাফার দিন ছিয়াম রাখে তার পরপর দুই বৎসরের পাপরাশি মাফ হয়ে যায়। (ত্বাবারাণী হা/৫৭৯০; ছহীহুত তারগীব হা/১০১২।)

তবে আরাফার ময়দানে যে সকল হাজিরা অবস্থান করবে তারা এ দিন সিয়াম পালন করবেনা।

حَدَّثَهُ أَنَّ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أُمَّ الْفَضْلِ، - رضى الله عنها - تَقُولُ شَكَّ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَنَحْنُ بِهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَعْبٍ فِيهِ لَبَنٌ وَهُوَ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ .

ইবনু আব্বাস (রাঃ) এর আযাদকৃত গোলাম উমায়র বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী মায়মুনা (রাঃ) কে বলতে শুনেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কতিপয় সাহাবা আরাফার দিন তাঁর সিয়াম পালনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। [উম্মুল ফাযল (রাঃ) বলেন] আমরাও সেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম। এ সময় আমি তাঁর নিকট এক পেয়ালা দুধ পাঠিয়ে দিলাম। তখন তিনি আরাফার ময়দানে ছিলেন। তিনি তা পান করে নিলেন। (সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২৫০৬)

কুরবানীর দিনের ফযীলতঃ

জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের শেষ দিন হলো ইয়ামুন নাহার বা কুরবানীর দিন। এই দিনের বিশেষ ফযীলত ও গুরুত্ব রয়েছে। যেমন-

১. এটা হজ্জের বড় দিন।

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: يَوْمُ النَّحْرِ، قَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ

ইবনু ‘উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (জিলহজ্জের দশ তারিখ) নহরের দিন তিনটি জামরার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস

করেনঃ এটি কোন্ দিন? লোকেরা বললো, আজ কুরবানীর দিন। তিনি বললেন, আজ হজ্জের বড় দিন। (সুনানে আবু দাঊদ হাঃ নং ১৯৪৫)

২. এটি আল্লাহর নিকট মহান দিন।

নবী করীম (সাঃ) বলেন,

إِنَّ أَعْظَمَ الأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ قَالَ ثَوْرٌ وَهُوَ الْيَوْمُ الثَّانِى

অবশ্যই কুরবানীর দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মহান দিন। অতঃপর 'ক্বার্র'-এর দিন। ছাওর বলেন,'ক্বার্র' হল কুরবানীর দ্বিতীয় দিন। (সুনানে আবু দাঊদ হাঃ নং ১৭৬৫; মুসনাদে আহমাদ হাঃ নং ১৯০৭৫; ইরওয়া হা/১৯৫৮।)

উল্লেখ্য যে, অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে প্রথম দশক উত্তম নাকি রামাযানের শেষ দশক উত্তম। এই প্রশ্নের জবাবে ইবনু ত্যাইমিয়া (৬৬১-৭২৮ হিঃ) (রহঃ) বলেন,

أَيَّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَاللَّيَالِي الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

"জিলহজ্জের প্রথম দশকের দিনগুলি রামাযানের শেষ দশকের দিনগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর রামাযানের শেষ দশকের রাতগুলি জিলহজ্জের প্রথম দশকের রাতগুলি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (মাজমূ'উল ফাতাওয়া মদীনা: সঊদী আরব, বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স, ১৪২৫ হিঃ/২০০৪ খ্রিঃ) ২৫/২৮৭)।

ইবনু তাইমিয়া (রহঃ)-এর উক্তি প্রসঙ্গে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, "এ উত্তর নিয়ে যদি কোন যোগ্য ও জ্ঞানী ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে তা

সন্তোষজনক ও যথেষ্টরূপে পাবেন। যেহেতু দশ দিন ছাড়া অন্য কোন দিন নেই যার মধ্যে কৃত নেক আমল আল্লাহর নিকট অধিক পসন্দনীয় হতে পারে। তাছাড়া এতে রয়েছে আরাফার দিন, কুরবানী ও তারবিয়া (৮ই জিলহজ্জে)র দিন। পক্ষান্তরে রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলি হ'ল জাগরণের রাত্রি। যে রাত্রিগুলিতে রাসূল (সাঃ) রাত জেগে ইবাদত করতেন। আর তাতে রয়েছে এমন একটি রাত, যা হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" (যা-দুল মা'আদ ১/৫৭)।

আইয়ামুত তাশরীক এর ফযীলতঃ

আইয়ামুত তাশরীক হলো ঈদুল আযহার পরের তিনদিন। এ দিনগুলোর ফযিলত সম্পর্কে যে সকল বিষয় এসেছে তা নীচে আলোচনা করা হলঃ

১। আইয়ামুত-তাশরীকের দিনগুলো ঈদের দিন হিসেবে গণ্য।

যেমন হাদিসে এসেছে,

سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

উকবাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আরাফাহর দিন, কুরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে আমাদের মুসলিমদের ঈদের দিন, এগুলো পানাহারের দিন। (সুনান আবু দাউদ তাহাঃ আলঃ হাঃ নং ২৪১৯)

২। এ দিনসমূহ যিলহজ মাসের প্রথম দশকের সাথে লাগানো।

আইয়ামুত-তাশরীকের দিনসমূহ যিলহজ মাসের প্রথম দশকের সাথে লাগানো। যে দশক খুবই ফযিলত পূর্ণ। তাই এ কারণেও এর যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে।

৩। এ দিনগুলোতে হজের কতিপয় আমল সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এ কারণেও এ দিনগুলো ফযিলতের অধিকারী।

৪। দেহের নেয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং মনের নেয়ামত তথা স্বাচ্ছন্দ্য একত্রীকরণ:

আল্লাহ তাআলা বলেন,

সূরা আল বাকারা (البقرة), আয়াত: ২০৩

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ

অর্থঃ আর স্মরণ কর আল্লাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েকটি দিনে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম বুখারি রহঃ বলেনঃ ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ "নির্দিষ্ট দিনগুলো বলতে আইয়ামুত-তাশরীককে বুঝানো হয়েছে।"

ইমাম কুরতুবী রহঃ বলেনঃ ইবনে আব্বাসের এ ব্যাখ্যা গ্রহণে কারো কোনো দ্বি-মত নেই। আর মূলত এ দিনগুলো হজের মৌসুমে মিনাতে অবস্থানের দিন।

হাদীসে এসেছে,

عَنْ نُبَيْشَةَ، الْهُذَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

নুবায়শাহ আল হুযালী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আইয়্যামে তাশরীক হচ্ছে পানাহার করার দিন। (সহীহ মুসলিম হাদিস একাডেমি হাঃ নং ২৫৬৭)

ইমাম ইবনে রজব রহঃ এ হাদিসের ব্যাখ্যায় চমৎকার কথা বলেছেন।

তিনি বলেনঃ আইয়ামুত-তাশরীক এমন কতগুলো দিন যাতে ঈমানদারদের দেহের নেয়ামত ও স্বাচ্ছন্দ্য এবং মনের নেয়ামত তথা স্বাচ্ছন্দ্য একত্র করা হয়েছে। খাওয়া-

দাওয়া হল দেহের খোরাক আর আল্লাহর জিকির ও শুকরিয়া হল হৃদয়ের খোরাক। আর এভাবেই নেয়ামতের পূর্ণতা লাভ করল এ দিনসমূহে।

সুতরাং আসুন! আমরা জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন এবং আইয়্যামুত-তাশরীকের দিনগুলোকে ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটাই।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে উক্ত দিনগুলোতে বেশি বেশি আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

*****